বালিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীপর্যায়ের নবম সম্মেলনে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মার বিবৃতি নিয়ে ব্যাখ্যা দাবি করলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী অরুণ জেটলি।

দর কষাকষির পটভূমিকা

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এখনও সংস্কার প্রয়োজন। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগের জীবন জীবিকা নির্ভর করে কৃষির উপর। কিন্তু ভারতের জাতীয় আয়ে মাত্র মাত্র ১৫ শতাংশ অবদান রয়েছে কৃষির। তাই কৃষির সঙ্গে জড়িতরা ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস সেক্টরের তুলনায় কম সুরক্ষিত।

বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতার জন্যই যে কৃষিনির্ভর বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক বিকৃতকরণ তা বহুলাংশে ঠিক নয়। আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান দেশগুলি যেভাবে কৃষকদের ভর্তুকি দেয় তা প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। ডব্লিউটিওর আগের মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে উন্নয়নশীল দেশগুলি চেষ্টা করেছিল ডব্লিউটিওর এজেন্ডায় পরিবর্তন আনতে। বলা হয়েছিল যদি বাণিজ্য বিকৃতকরণকারী এই সাবসিডি তুলে না নেওয়া হয় তবে কখনই পরিচ্ছন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমভব নয়। বাজারের সুযোগ নেওয়া সমভব নয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর। কিন্তু ২০১৩র ৬ই ডিসেম্বর যে খসরা এজেন্ডা প্রকাশিত হয়েছে তাতেও দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলি তাদের নির্ধারিত পথই বজায় রেখেছে।

১৯৯৫ এ জোর করে আনা কৃষিচুক্তির বিকৃতকরণ হয়েছে। গত ২৭ বছরে কৃষিপণ্যের ব্যপক দাম বেড়েছে। যার জেরে বেড়েছে মুদ্রাসফীতিও। এদিক থেকে দেখলে ২০১৩র ৬ ডিসেম্বরের চুক্তি উন্নত দেশগুলির জয়কেই সূচিত করেছে।

এই চুক্তি সমপর্কে আমার বাধা নিম্নরূপ।

১) এই চুক্তির অভিমুখ কি ?

ভারতে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা করে সরকার। ভর্তুকিপ্রাপ্তদের সঙ্গে কখনই প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠতে পারবেনা তারা। সরকারি সংস্থাগুলি প্রাক নির্ধারিত মূল্যেই কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশষ্য কিনে কমদামে তাদের বিক্রি করে, যাদের খাদ্যশষ্যে ভর্তুকি দরকার। এটাই ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। এই চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘকালে এই ধারা ব্যহত করে আন্তর্জাতিক স্তরে কৃষকদের কাছ থেকে ভর্তুকিতে খাদ্যশষ্য কিনে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা বহাল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

২)এটা কি ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী নয় ?

এই পদক্ষেপ ভারতীয় কৃষকদের বাজার আরও সঙ্কুচিত করবে। এটাই যদি অন্তর্বর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা হয় তবে স্থায়ী চুক্তির স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। আর স্থায়ী চুক্তি যদি এপথই অনুসরণ করে তবে ভারতীয় কৃষকদের জীবনে দুর্যোগ ঘনীভূত হবে।

৩) খসড়া

৬ ডিসেম্বরের চুক্তির ২ নম্বর অনুচ্ছেদে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা আইন তুলে নেওয়ার ঘোষণা হয়নি এখনও।

৪) নজরদারি

চুক্তির ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার সমপূর্ন বিষয়টাতেই আন্তর্জাতিক নজরদারি চালানো যাবে। ভর্তুকিতে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশষ্য কিনে তা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারীদের মধ্যে বন্টনের গোটা বিষয়টাই সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নজরদারির আওতায় আসতে পারে।

৫) সংযম

বর্তমান খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পকে অটুট রাখাই প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। উন্নত দেশগুলির কাছে এর দরজা না খুলে দেওয়াই একমাত্র উপায়।

৬) বোকা বানানোর ফাঁদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

যদিও শান্তি চুক্তিতে এই চ্যালেঞ্জ রোখার কথা বলা হয়েছে তবুও পীড়িত দেশগুলিকে থামানো যাবেনা। ৬ ডিসেম্বরের চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এটা বাধ্যতামূলক যে সদস্য দেশগুলির খাদ্য নিরাপত্তায় যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা। আবার উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজেদের দেশের মানুষের জন্য খাদ্য আমদানি প্রতিহত করারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভারতের বাণিজ্যের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে ।

৭) ডি মিনিমিস লিমিট লঙ্ঘন এখন অবশ্যমভাবী

ভারত প্রথমেই ডি মিনিমিস লিমিট টপকে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ১০ শতাংশ ডি মিনিমিস লিমিট খুব সহজেই লঙ্ঘন করেছে ভারত। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের পরিমাণ ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও সারে বিদ্যুতে ও পরিবহণে ভর্তুকি পায় ভারতীয় কৃষকরা। মোট ভর্তুকির পরিমাণ ১৯৮৬-৮৮ সালে কৃষি উৎপাদনের মূল্যে ১০ শতাংশের অনেক বেশি।

৮) বাণিজ্য সরলীকরণ

বালিতে ভারত ইতিবাচক কিছু পায়নি। স্থায়ী সমাধান চার বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বাণিজ্য সরলীকরণে আমরা রাজি হয়েছি যা উন্নত দেশগুলির সবসময়ের দাবি ছিল। এই বাণিজ্য় সরলীকরণের ব্যাপারে চাপ ছিল সিঙ্গাপুর মন্ত্রীসভারও। বালিতে উন্নত দেশগুলি বাণিজ্য সরলীকরণকে বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছে। আমরা যদি এতে রাজি হই , এর মূল্য চোকাতে হবে ভারতকে।

বালির সনদ ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কঠোর বাস্তব মেনে নেওয়ার পরিবর্তে ভারতের প্রতিনিধিরা একে জয় বলে দাবি করছেন।

আর কে সিনহা(বিজেপি সংসদীয় কমিটির সচিব)